জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

নগদ মূল্য ৵০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

হাতে কাটা
বিশুদ্ধ পৈতা
পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউন্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

৩৯শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৬ই ফাল্গুন বুধবার ১৩৫৯ ইংরাজী 18th Feb. 1953 | ৩৮শ সংখ্যা

জীবনযাত্রার পাথেয়

আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা ও উৎসাহ, কত শান্তি ও সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। বাপ মায়ের সে স্বপ্ন রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে যাওয়া অসম্ভব নয়, তাই নিজের জন্যও যেমন তাঁদের দুশ্চিন্তা, ছেলে-মেয়ে ও আত্মীয়-পরিজনের জন্যও তেমনি তাঁদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী সংস্থান করে রাখা যায়? হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই সংস্থানের উপায় স্বরূপ—প্রত্যেকের আর্থিক সঙ্গতি ও বিভিন্ন প্রয়োজন অনুযায়ী নানাবিধ বীমাপত্রের ব্যবস্থা আছে।

জীবনযাত্রার অনিশ্চিত পথে
জীবন বীমা মানুষের
প্রধান পাথেয়।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড
হেড আফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস
৪নং. চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৬ই ফাল্গুন বুধবার সন ১৩৫৯ সাল।

কালাকা নুন ও কালা কানুন

—০—

ইংরেজ ২০০ বৎসর ধ'রে এই কালা ভারতবাসীর নুন খেয়ে দেশে জ্ঞান বিজ্ঞান প্রচার ক'রে শতকরা ১৫ জনের বেশী লোককে অক্ষর পরিচয় করা'তে পারে নাই। কালার নুন খেয়ে কালা কানুনের চলন ক'রে ভারতবাসীর কত মঙ্গল সাধন ক'রে গিয়েছেন। স্বাধীনতার পর পশ্চিম বাংলার কালা প্রধান মন্ত্রী ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ এই কালা কানুন দিয়ে দেশের সেবা ক'রে তাঁহার সেবকত্বের প্রমাণ দিয়েছেন। পশ্চিম বঙ্গের সুচিকিৎসক প্রধান মন্ত্রী ডাঃ ঘোষের প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন মানিয়া লইয়া কেবল "রিপীট দি মিক্‌শ্চার" অর্থাৎ ঐ দাওয়াই চালাইতে বলিয়াছেন। গত সাধারণ নির্ব্বাচনে বলদকে ভোট-রূপ নুন চাটানই কালা কানুন পাইবার যোগ্যতা আনিয়া দিয়াছে। বলদ মানে দামড়া হয়, যে বল দান করে তাকেও বলদ বলা চলে। কালাকা নুন হইতেই কালা কানুনের জন্ম। ইহা আমাদের ন্যায্য প্রাপ্য।

শিবরাত্রি ও বন্যেশ্বর

—০—

ফাল্গুনের কৃষ্ণপক্ষ চতুর্দ্দশী তিথিতে ৺বিশ্বনাথ, ৺বৈদ্যনাথ এবং ৺তারকেশ্বরের মন্দিরে যেমন ব্রতোপবাসী ভক্তগণের সমাগম ও মেলা হয়, জঙ্গিপুর মহকুমার সাগরদীঘি থানা এলাকায় বন্যেশ্বর নামক শিবের মন্দিরে তেমনি মুর্শিদাবাদ ও বীরভূমের বহু ভক্ত যাত্রীর সমাগম ও মেলা হইয়া থাকে।

শিবরাত্রি-ব্রতকথায় লিখিত আছে যে পুরাকালে এক ব্যাধ বনে মৃগয়া করিতে গিয়া অন্নাভাবে উপবাসী ছিল। মৃগয়ালব্ধ হরিণসহ প্রত্যাবর্ত্তনকালে শ্বাপদসঙ্কুল পথিমধ্যে রাত্রি হওয়ায় সে প্রাণভয়ে অরণ্যস্থিত এক বিল্ববৃক্ষে আরোহণ করিয়া শাখায় মৃত হরিণটিকে বাঁধিয়া রাখিয়া স্বয়ং বৃক্ষ হইতে পতনের ভয়ে নিদ্রা না গিয়া সমস্ত রাত্রি জাগরণ করে। সেই বনে, সেই বিল্ব বৃক্ষের তলায় একটী শিবলিঙ্গ লোকচক্ষুর অগোচরে অপূজিত অবস্থায় ছিল। ব্যাধের অঙ্গ সঞ্চালনে বৃন্তচ্যুত একটী শিশিরসিক্ত বিল্বপত্র এবং মৃত মৃগের দেহ হইতে এক ফোঁটা শোণিত শিবলিঙ্গের উপর পতিত হয়। সেইদিন দৈবক্রমে শিবচতুর্দ্দশী ব্রতের রাত্রি। ব্যাধের অজ্ঞাতসারে উপবাস, নিশিজাগরণ এবং শিবের মাথায় আমমাংস-রস ও শিশিরসিক্ত বিল্বপত্র পতিত হওয়ায় শিব-প্রীতি-নিবন্ধন ব্যাধ অন্তিমে শিবলোক প্রাপ্ত হইয়াছিল।

বন্যেশ্বরের মন্দিরস্থিত শিবলিঙ্গের সম্বন্ধে এই ব্রতকথার অনুরূপ এক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। অনেক দিনের পুরাতন কথা—বন্যেশ্বরের কিছুদূর দক্ষিণে মোড়গ্রাম নামক গ্রামে একজন মাল জাতীয় গৃহস্থ বাস করিত। মালেরা এক্ষণে নিজেদের রাজমল্ল বলিয়া পরিচয় দিলেও ইংরাজ সরকারের দ্বারাও তপশীলভুক্ত জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। এই মাল গৃহস্থটির একটি গাভী প্রত্যহ রাত্রিতে কোথায় চলিয়া যাইত। প্রত্যুষে যখন গোয়াল ঘরে ফিরিয়া আসিত, তখন দেখা যাইত যেন তাহার বাঁট (স্তনের বোঁটা) চারিটী দুগ্ধসিক্ত। গৃহস্থ মাল-বৃদ্ধ মনে করিত কোন দুষ্ট লোক ইহাকে প্রত্যহ লইয়া গিয়া ইহার দুগ্ধ দুহিয়া লয়। একদিন বৃদ্ধ মাল গাভীকে কপাটসংযুক্ত গৃহে অর্গলবদ্ধ করিয়া রাখিয়া স্বয়ং জাগ্রত অবস্থায় বাহিরে প্রহরী হইয়া থাকিল। নিশীথ সময়ে সে দেখিল ঘরের ভিতর হইতে কে যেন দরজা খুলিয়া দিল। গাভীটি যখন বাটীর বাহির হইল, বৃদ্ধ তাহার অনুসরণ করিয়া চলিল। গাভী একটি জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া একটি স্থানে দাঁড়াইবামাত্র তাহার বাঁট হইতে দুগ্ধ ক্ষরণ আরম্ভ হইল। যখন মৃত্তিকা ভিজিয়া গেল, তখন গাভী সেস্থান ত্যাগ করিয়া পালকের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল। মাল-বৃদ্ধ অনেক দিন হইতে হাঁপানি জাতীয় হৃদ্‌রোগে ভুগিতেছিল। সে সেইদিনই তাহার গাভীর গন্তব্যস্থানে একটি খন্তা দিয়া খনন করিয়া একটি শিবলিঙ্গের সন্ধান পাইল। ইতরজাতীয় মাল বনের মধ্য হইতে তাঁহাকে পার্শ্ববর্ত্তী লোকালয়ে আনিয়া নিজের ভাষায় যতদূর কুলায় সেই মন্ত্রে তাঁহার নিত্য অর্চ্চনা করিয়া সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত হইয়া দীর্ঘায়ু লাভ করিল। বনের মধ্য হইতে আবিষ্কৃত শিবের নামকরণ হইয়াছে বন্যেশ্বর। এই ইতর জাতি কর্ত্তৃক পূজিত শিব এক্ষণে মন্দিরে স্থান পাইয়া ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক পূজিত ও আপামর হিন্দু জনসাধারণ কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইতেছে।

পরলোকে প্রবীণ উকীল

জঙ্গিপুরের অন্যতম প্রবীণ উকীল বাবু যোগীন্দ্রনারায়ণ দত্ত মহাশয় গত ১২ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার মধ্যাহ্ন সময়ে লালবাগে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ডাঃ বিনয়ভূষণ দত্তের বাসায় দুরারোগ্য ক্যানসার রোগে নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। জঙ্গিপুরের নিকটবর্ত্তী মির্জাপুরে তাঁহার পৈতৃক বাস। সন ১২৮৫ সালে আষাঢ় মাসে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৭৪ বৎসর ৭ মাস। তাঁহার জ্যেষ্ঠা সহোদরা এখনও বর্ত্তমান আছেন। জঙ্গিপুর আদালতে তিনি ৪৫ বৎসরের অধিককাল ওকালতি করিয়াছেন। তিনি কিছুদিন জঙ্গিপুর লোক্যাল বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি পত্নী, তিন পুত্র, তিন কন্যা, পৌত্র, পৌত্রী, দৌহিত্র ও দৌহিত্রী রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত স্বজনগণের শোকে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া পরলোকগত আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

বাড়ী বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলায় ভদ্রপল্লীতে একখানি পোক্তা দ্বিতল বাটী বিক্রয় হইবে। নিম্নে অনুসন্ধান করুন। শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ

মির্জাপুর, পোঃ গনকর, (মুর্শিদাবাদ)।

রমেন ও মিনুর বাবা

নিয়োগী মশায় ছেলেদের মাসীমা— রেবার গৃহে উপস্থিত হইলেন

—•—

রেবা—আসুন জামাই বাবু, বসুন। বাচ্চাদের আসার কথা ছিল। ধাড়ী এসে হাজির!

নিয়োগী—তোমরা এসব কি আরম্ভ করেছ? বল দেখি, এক নিলামের ইস্তাহার ছাপা কাগজের ছিদ্রান্বেষণ-স্পৃহা দেখ্‌ছি ছেলেমেয়েদের মধ্যেও ক্রামক হ'তে চলেছে। ওরাও দেখছি শিক্ষকদের ং ধরতে শুরু করেছে! তুমি নাকি কি কীর্ত্তন গাইবে বলেছ। সেই কীর্ত্তন আমি আগে শুনে তবে ওদের শুনতে দেবো। দেখবো সেটা ওদের পক্ষে স্বাস্থ্যকর কিনা।

রেবা—ইস্তাহারী কাগজ যদি ভুল করে, তাতে কিছু যায় আসে না। শিক্ষকেরা যদি যা তা চালায় তাই বুঝি স্বাস্থ্যকর? বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগের বানান জানেনা, ছাপার অক্ষরে বিদ্যা চটকাচ্ছে! ছেলেদের যে মাথা খাচ্ছে ওরা! ওদের নাম ছাপা দেখে ছেলেরা যে ভুল বানানকে ঠিক মনে ক'রে তাই শিখবে! ভিতরে নিধুবাবুর টপ্পা, আর শেষে যদি চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি বা রামপ্রসাদের ভণিতা থাকে তবে তাই কি কীর্ত্তন না শ্যামা-সঙ্গীত হবে! যত বর্ণাশুদ্ধি-রোগগ্রস্ত অর্ব্বাচীন দল 'ছিদ্রান্বেষণ' ব'লে অন্যায়ের সমর্থন করে। এদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-গুলির পরিচালকগণের নজরেও কি এ সব পড়ে না। বাঙলা ভাষার বানানে ব্যভিচার দেখে রবীন্দ্রনাথ বানানের রীতি নির্দ্দিষ্ট ক'রে দিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করেছিলেন। তদনুসারে ১৯৩৫ সালের নভেম্বর মাসে বিশ্ববিদ্যালয় বানান সংস্কার সমিতি গঠন করেন। তাতে ছিলেন— শ্রীরাজশেখর বসু (সভাপতি), শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী (বীরবল), মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী, অধ্যাপক শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার, অধ্যাপক শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, রায় বাহাদুর শ্রীখগেন্দ্র-নাথ মিত্র, অধ্যাপক শ্রীদুর্গামোহন ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য,

অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার এবং শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (সম্পাদক)

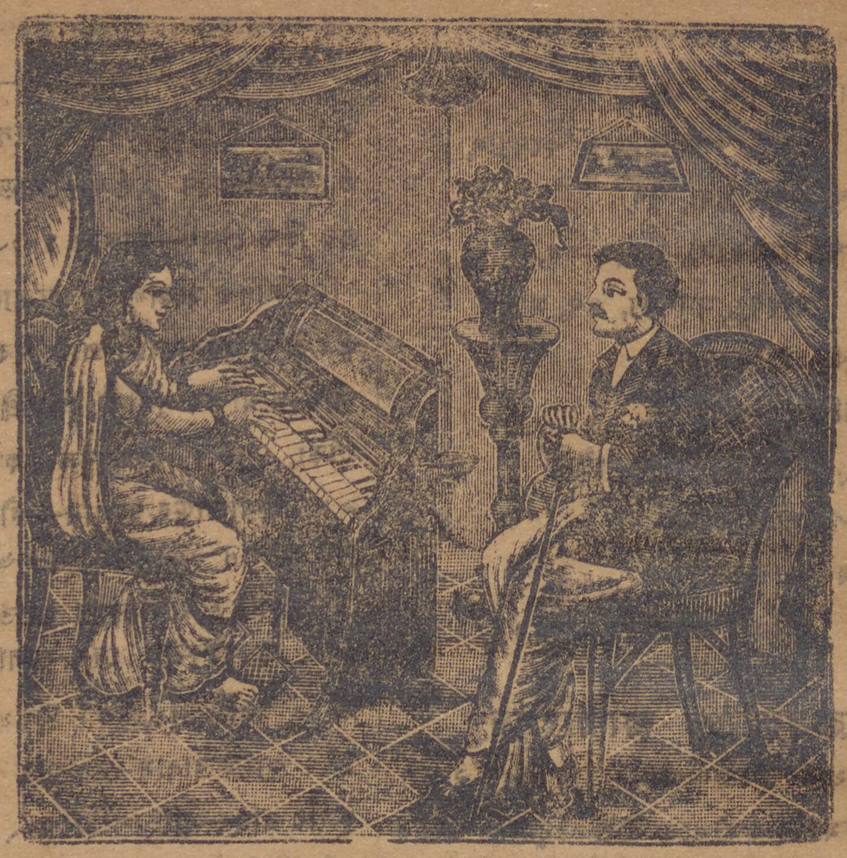

উক্ত সমিতি বাংলা বানানের নিয়ম রচনা করেন এবং রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র নিয়মাবলী সমর্থন ক'রে অভিমত লিখেছেন:—

"বাংলা বানান সম্বন্ধে যে নিয়ম বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন আমি তাহা পালন করিতে সম্মত আছি।

স্বাঃ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬ ১লা আশ্বিন, ১৩৪৩

শুনলেন, জামাই বাবু, বানান ভুল ক'রে অনেক সময় ঠোকর খেতে হয়। আপনিও তো এম. এ.। শতকরা ৪০ নম্বর পেলেই এম, এ. হয়। আবার শতকরা ৫০ পেলেই ফার্ষ্ট ক্লাস হয়। অর্থাৎ ১০০টার মধ্যে ৬০টা না জানলেও এম. এ. হওয়া যায়। এরা বাংলায় বানানের ধরা বাঁধা কিছু নাই বলে নিজেদের অজ্ঞতা ঢাকে। কুজন মানে মন্দ লোক, আবার কূজন মানে কাকলি, আপনা-দের মত এম. এ.রা যাকে cooing বলে। আপনারা ঠিক হবেন কখন জানেন? সুকর মানে সুসাধ্য আর সূকর ও শূকর মানে বরাহ, hog. যদি কোন সরীয়তী বন্ধুকে লিখেন "আমি তোমার পক্ষে ইহা সুকর হইবে বলিয়া এ কাজের ভার দিলাম।" সুকর বানান ভুল করিলেই ভাগ্যে ঠোকর! বাংলা নিদর্শন বহু আছে, আপনারা তা স্বাস্থ্যকর বলতে চাইবেন না। ছোট মুখে বড় কথা শুনুন। ইংরাজী শব্দেও এক উচ্চারণে পৃথক অর্থের অভাব নাই।

A careless Headmaster will convert the *aided* school into *a dead* one.

I *tell* a *tale* about the lion without a *tail*.

You *rode* four miles along the high *road*.

আমার অরণ্যে রোদনই হচ্ছে। স্বাভাবিক ণ এর কীর্ত্তনটা গেয়ে শুনাই। স্বাস্থ্যকর ক্ষেত্র না হয় তো ওদের আসতে নিষেধ করবেন। সুরটা হবে মা-যশোদার গোপালকে গোষ্ঠে পাঠানোর গানের মত—

ধরার অঞ্চলে ননী,
বেঁধে দিয়ে নন্দরাণী,
বলিলেন চাহি মুখ পানে।
নিকটে চরায়ো ধেনু,
পূরিও মোহন-বেণু,
ঘরে বসে শুনি যেন কানে।

স্বাভাবিক ণ

বাণ, বেণু, বীণা, বাণী,
বণিক্, বিপণি, বেণী,
কোণ, কণা, কল্যাণ, কফোণি,
কিণ, পাণি, পুণ্য, পণ,
আপণ (দোকান), নিপুণ, গণ,
গণিকা, মাণিক্য, গুণ, মণি,
চণক, চাণক্য, তূণ,
শোণিত, কঙ্কণ, ঘূণ,
অণু, স্থাণু, শণ, শাণ, গোণী।
এ সব শব্দেতে ভাই,
ণত্বের কারণ নাই,
অতএব স্বাভাবিক মানি।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব

আগামী ২২শে ফেব্রুয়ারী রবিবার এবং ২৩শে ফেব্রুয়ারী সোমবার জঙ্গীপুরে শ্রীশ্রী৺রঘুনাথ জীউর নাটমন্দিরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হইবে। এতদুপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা হোম ও আরতি এবং তাঁহার অপূর্ব ঐহিক লীলা ও বাণী সম্বন্ধে আলোচনা হইবে। বিস্তৃত অনুষ্ঠানসূচী পরে প্রকাশিত হইবে। মালদহস্থিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী পরশিবানন্দ মহারাজ উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করিবেন।

কান্দী মহকুমা শাসকের ধন্যবাদ জ্ঞাপন

কান্দীর সহৃদয় মহকুমা শাসক শ্রীজিতেন্দ্রকিশোর গুহ রায় মহোদয় উক্ত মহকুমার সার্কেল অফিসার উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস মহাশয়ের পরলোক গমনে তাঁহার অসহায় চারিটি শিশু ও পত্নীর জন্য যে সব মহাপ্রাণ ব্যক্তিগণ ও যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান অর্থ সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া আমাদিগকে সেই সমস্ত দাতৃবৃন্দের নাম প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। আমরা "দাতা শতং জীবতু" ভগবৎ সমীপে এই প্রার্থনা করিয়া নিম্নে তাঁহাদের নাম ও দান প্রকাশ করিলাম। ইহার সঙ্গে উপেন্দ্রনাথের বিধবা পত্নীর ও নিরাশ্রয় ভাগ্যহীন সন্তানগণের পক্ষে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিমলেন্দু বিশ্বাসের অপরিশোধ্য কৃতজ্ঞতা-সহ সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ সকলে গ্রহণ করুন।

১। শ্রীহারুণ-অল-রসিদ—নোনাডাঙ্গা ২৫০৲, ২। গ্রেট ওরিয়েন্টাল সার্কাস—কান্দী ক্যাম্প ২০০৲ ৩। শ্রীভবতারণ মণ্ডল—পোড্ডা ১২৫৲, ৪। মেসার্স জয় হিন্দ কোং—সালার ১০১৲,

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ প্রত্যেকে ১০০৲ দিয়াছেন ৫। শ্রীভূপেন্দ্রনারায়ণ প্রামাণিক, ৬। শ্রীহাজি মহম্মদ আবদুল মফিজ পুনাসী, ৭। শ্রীগুরুপদ গুঁই—সাহোপাড়া, ৮। শ্রীআবুল কাশেম—কাশিয়াডাঙ্গা, ৯। শ্রীআতাউর রহমান—কীর্ত্তিপুর, ১০। বিশ্বকর্ম্মা বেটালিয়ান—কুলি ক্যাম্প—৬১৲

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ প্রত্যেকে ৫০৲ দিয়াছেন ১১। শ্রীতারকব্রহ্ম দে—সালার, ১২। শ্রীগোলাম মহবুব, তালিবপুর, ১৩। শ্রীনুর-ই-আহমান, সিজগ্রাম ১৪। কাজি ব্রাদার্স—সালার ৩৫৲, ১৫। শ্রীবাণীন্দ্র কুমার রায়—সাহোপাড়া ৩০৲

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ প্রত্যেকে ২৫৲ দিয়াছেন ১৬। শ্রীআরহাম হোসেন, উজুলিয়া। ১৭। শ্রীরামসত্য দে, মালিহাটী। ১৮। শ্রীসুধীরকুমার কুণ্ড, সালার। ১৯। শ্রীজেঠমল লাবচাঁদ, সালার, ২০। শ্রীমহাবীর প্রসাদ মদনগোপাল, সালার। ২১। শ্রীসাধুচরণ সিং, সালার। ২২। ডাঃ বামন দাস মুখার্জ্জি, সিমুলিয়া। ২৩। শ্রীলাবচাঁদ ছকমল, সালার। ২৪। শ্রী কে, জি, হোসেন, সালার। ২৫। শ্রীঅভয়াপদ ত্রিবেদী, টেঁয়া। ২৬। শ্রীসৈয়দ আলি জাকের, মহম্মদপুর। ২৭। শ্রীমহম্মদ আল্লারাখা, জমনা। ২৮। ডাঃ শিশিরকুমার দত্ত, সৈয়দ কুলুট। ২৯। শ্রীপশুপতি সেন, নগর। ৩০। শ্রীফজলে হক মোমিন, নগর। ৩১। শ্রী হাজি মহম্মদ তিনকড়ি, খড়গ্রাম। ৩২। শ্রী গোলাম মহম্মদ, দিঘা। ৩৩। শ্রীসুন্দরগোপাল চন্দ্র, মহলন্দী। ৩৪। শ্রী খন্দকার মোরসেদ নাওয়াজ, ভরতপুর। ৩৫। শ্রীবিজয়েন্দুনারায়ণ রায়, এম, এল, এ, জেমো। ৩৬। শ্রীজিতেন্দ্রনারায়ণ রায়, জেমো। ৩৭। শ্রীমতী অনিলাবালা দেবী, জেমো। ৩৮। শ্রীমতী শোভনা দেবী, জেমো। ৩৯। শ্রীসত্যেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মৌলিক (উপমন্ত্রী), পাঁচথুপী। ৪০। শ্রীকালীপ্রসাদ দাস, কান্দী। ৪১। শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত, কান্দী। ৪২। শ্রীসুতেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মৌলিক, পাঁচথুপী।

কৃষি, শিল্প ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনী

জঙ্গীপুর

স্থান—ম্যাকেঞ্জি পার্ক, রঘুনাথগঞ্জ

তারিখ—২২শে ফেব্রুয়ারী হইতে ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত

থিয়েটার, যাত্রা, কবিগান, বিচিত্রানুষ্ঠান, সার্কাস, ম্যাজিক প্রভৃতি প্রমোদানুষ্ঠান।

বিশেষ আকর্ষণ—**জঙ্গীপুর শ্রী, শিশু প্রদর্শনী ও পরিপূরক খাদ্য প্রতিযোগিতা।**

আধুনিক কৃষি ও শিল্প-সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি এবং পণ্যদ্রব্যের বিরাট সমাবেশ, কৃষি, শিল্প ও স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন প্রতিযোগিতা হইবে।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য স্থানীয় কৃষি অফিস, ইউনিয়ন বোর্ড অফিস অথবা মহকুমা শাসক, জঙ্গীপুরের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করুন।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ৯ই মার্চ্চ ১৯৫৩

১৯৫২ সালের ডিক্রীজারী

৬৮২ খাং ডিঃ তোজেম্মল হোসেন মিঞা দিং দেং শ্বেতবরণী দাসী দাবি ১১৷৵১ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে ধলো ২১ শতকের কাত ১৶০ আঃ ১০৲ খং ১৭

৬৮৫ খাং ডিঃ ঐ দেং হাজি আমিরুদ্দিন দিং দাবি ১৭৷৵০ মৌজাদি ঐ ৩৩ শতকের কাত ১৷৵০ পাই নিজাংশে ১৶০ আঃ ১০৲ খং ৪৫

৬৮৭ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১৮/৬ মৌজাদি ঐ ৯ শতকের কাত ১৮৵০ আঃ ১০৲ খং ৪২

৬৮৬ খাং ডিঃ ঐ দেং হাজি আমিরুদ্দিন দাবি ১৯৷৵৬ মৌজাদি ঐ ৪৪ শতকের কাত ২৲ নিজাংশে ১৮/০ আঃ ১০৲ খং ৩১

৬৮৩ খাং ডিঃ ঐ দেং বিনয়কুমার রায় দাবি ৩১৵৬ থানা ঐ মৌজে দক্ষিণপাড়া ৭০ শতকের কাত ৪৵০ আঃ ২০৲ খং ১৩

৫৮১ থাং ডিঃ সেবাইত রাজা কমলারঞ্জন রায় দেং খেপল্যা মাঝি দাবি ১৩৮/০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে বলরামবাটী ২১ শতকের কাত ॥৵২ আঃ ৫৲

৫০৭ থাং ডিঃ ট্রাষ্টি রায় সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর দেং শৈলবালা রায় দাবি ৩৬৮৵০ থানা ও মৌজে রঘুনাথগঞ্জ ৮ শতকের কাত ৮৶৩ আঃ ১০৲ থং ১৫৯

৫০৯ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৩৬৮৯ থানা ঐ মৌজে বাসুদেবপুর ৫ শতকের কাত ৮৵০ আঃ ১০৲ থং ১৮১

৬১৪ থাং ডিঃ রায় সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর দেং গোবিন্দ মণ্ডল দিং দাবি ৬০।৯ মৌজাদি ঐ ২৩৩ শতকের কাত ৭৲ আঃ ১০৲ থং ১৮৬

৬১৫ থাং ডিঃ ঐ দেং আরমান সেথ দাবি ২৪৮৬ থানা ঐ মৌজে দক্ষিণপাড়া ১২ শতকের কাত ১।৵৬ আঃ ১০৲ থং ৫৪৪

৬৭৬ থাং ডিঃ ধীরেন্দ্রনাথ রায় দেং পশুপতি মণ্ডল দিং দাবি ১৭॥/৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে বিজয়পুর ৬২ শতকের কাত ১৮৶/১৫ আঃ ১০৲ থং ৭২৭

৬৭৭ থাং ডিঃ ঐ দেং পশুপতি মণ্ডল দাবি ২০।৶৩ মৌজাদি ঐ ১-২৪ শতকের কাত ২৮৫ আঃ ১০৲ থং ৭২৮

৩৭১ থাং ডিঃ পদ্মকামিনী দেবী দেং গোবিন্দলাল দাস দিং দাবি ৩২/৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে সোনাটিকুরী ১০১ শতকের কাত ৫।/০ আঃ ২০৲ থং ২০

৫১৪ থাং ডিঃ ফুলচাঁদ শেঠী দেং পশুপতি হাজরা দাবি ২৭।৶৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে নশীপুর ১২ শতকের কাত ২।০ নিজাংশে ॥/০ আঃ ১০৲ থং ২০২

৫৭৭ থাং ডিঃ ধরমচাঁদ সেরাওগী দিং দেং একুব সেথ দিং দাবি ৪২।০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে রামদাসটুলি ২॥৪ জমির কাত ৪॥/২॥০ আঃ ২৫৲ থং ২৬

৪৮৮ থাং ডিঃ জনাব মরতুজা রেজা চৌধুরী দিং দেং গোপালচন্দ্র মণ্ডল দিং দাবি ৭৬৮/৯ থানা সুতী মৌজে খিদিরপুর ৫-৩ শতকের কাত ১৪।৵১১ নিজাংশে ২।৶৫ আঃ ১৫৲ থং ৪২

৪৮৯ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৪৪৮৵৬ মৌজাদি ঐ ৩-৭৯ শতকের কাত ৮৲২ নিজাংশে ১।৮ আঃ ১০৲

৪৯০ থাং ডিঃ ঐ দেং শচীন্দ্রনাথ চৌধুরী দিং দাবি ১৪।৯ মৌজাদি ঐ ১-১৩ শতকের কাত ২॥৵৪ নিজাংশে ।৶১ আঃ ৫৲ থং ৩৫

৬৫১ থাং ডিঃ ব্রজেন্দ্রকুমার চৌধুরী দিং দেং আলিমন বিবি দাবি ৯৮॥৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে মোমিনটোলা ৮৬ শতকের কাত ২০৲ আঃ ২৫৲ থং ৯৪২

৩৫৭ থাং ডিঃ সেবাইত শ্যামাচরণ নাথ দিং দেং জাকর মণ্ডল দিং দাবি ১৮৮৶৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে রামেশ্বরপুর ৭৩ শতকের কাত ২৮৩ আঃ ১০৲ থং ৫৭ রায়ত মোকররী

৪৫৫ থাং ডিঃ উমাচরণ দাস দিং দেং জানমহম্মদ সেথ দিং দাবি ১৪৮৵৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে কুতুবপুর ও নশীপুর ৩-৪৭ শতকের কাত ৮।৵১ আঃ ৫৲ থং ১৫।৩৫

৪৫৭ থাং ডিঃ ঐ দেং আলেবর মণ্ডল দিং দাবি ২৩॥০ থানা ঐ মৌজে নশীপুর ৫-২৯ শতকের কাত ১৭৯৫ আঃ ৯৲ থং ৭৬

৪৫৮ থাং ডিঃ ঐ দেং জানমহম্মদ বিশ্বাস দিং দাবি ১৪।/৩ থানা ঐ মৌজে কুতুবপুর ও চর কুতুবপুর ১-৫০ শতকের কাত ৭॥৵৮ আঃ ৫৲ থং ৪২।২২

৪৬২ থাং ডিঃ ঐ দেং রাখালচন্দ্র বাঘিরা দাবি ১৬৮৵০ থানা ঐ মৌজে আমগাছি ২৬ শতকের কাত ১৲ আঃ ৫৲ থং ৬৮

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা দ্বিজপদ উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের অভিভাবক ও বিদ্যালয়ের হিতৈষী জনসাধারণকে জানান যাইতেছে যে বিদ্যালয়ের পরিচালক সভার পুনর্গঠনের জন্য সদস্য নির্ব্বাচন হইবে। এতদুদ্দেশ্যে ১৫ই ফেব্রুয়ারী (১৯৫৩) ভোটার তালিকা সাময়িকভাবে ও ৪ঠা মার্চ্চ ভোটার তালিকা স্থায়ীভাবে বন্ধ করা হইবে। ভোটার তালিকা সাধারণের জন্য উন্মুক্ত রাখা হইল।

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মণ্ডল,
সম্পাদক, মির্জাপুর দ্বিজপদ উচ্চ বিদ্যালয়।
১৩।২।৫৩

পূর্ণপাত্র শূন্য হয়ে আসে ধীরে ধীরে

মৃত্যুর নিকষকালো তিমিরাবরণ ভেদ ক'রে — মৃত্যুঞ্জয়ীবীরদের অমর বাণী ভেসে আসছে অনির্ব্বাণ জ্যোতিতে যুগে যুগে মানবসভ্যতাকে বর্ব্বরতার সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ দিতে। বুদ্ধ, সক্রেটিস্, শেক্‌সপীয়র, রবীন্দ্রনাথ—সভ্যতার বন্দনীয় পূজারীর দল আজও আছেন অক্ষয় আলোকে বেঁচে মানব ইতিহাসের মণিময় হর্ম্ম্যে। কালের অমোঘ নিষ্ঠুর হস্তে চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে গেছে অগণিত ইতিবৃত্তের ভঙ্গুর তুচ্ছ খেলনা; নামহীন কীর্ত্তিহীন অন্ধকারের অতলে তলিয়ে গেছে কত কত সভ্যতার বিজয়োদ্ধত তোরণ; তবুও সভ্যতার অমরদীপবর্ত্তিকা হাতে ইতিহাসকে যে এগিয়ে নিয়ে চলেছে অনন্ত আলোকে, বিচিত্র ধারায়, নব নব সম্ভাবনার পথে; মৃত্যুর মুখ থেকে যে ছিনিয়ে নিয়ে চলেছে জ্ঞানের অমৃতভাণ্ডকে ভাবীকালের মানব বংশীয়দের জন্য—সেই মহান্ উদার, সভ্যতার সুহৃৎ অন্যকেউ নয়, সে আমাদের অতিপরিচয়ের সীমারেখাবদ্ধ — কাগজ

M.P. 643

রঘুনাথ দত্ত এণ্ড সন্স

সর্ব্বপ্রকার কাগজ ও ছাপার কালি বিক্রেতা

"ভোলানাথ ধাম"—৬৩২, বিডন ষ্ট্রীট, ও ১০, শিমালম ষ্ট্রীট—কলিকাতা; ৩১-১, পাটুয়াটুলি, ঢাকা

সি. কে. সেনের আর একটি

অনবদ্য সৃষ্টি

পুষ্পগন্ধে সুরভিত

ক্যাস্টর অয়েল

বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ
গন্ধসারে সুবাসিত এই
পরিস্রুত ক্যাস্টর
অয়েল কেশের
সৌন্দর্য্য বর্ধনে
অনুপম।

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ

জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা ১২

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১২

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায় ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ। পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত 'ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ৵০ আনা।

সোল এজেণ্ট ঃ—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

এলোপ্যাথিক ঔষধ

এখানে পাইকারী ও খুচরা সর্বপ্রকার ঔষধ সুলভে পাওয়া যায়

ন্যাশনাল মেডিকেল হল

জিয়াগঞ্জ :: মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।